দৈনিক আজকের দেশ বার্তা
Daily Ajker Deshbarta
...তম বর্ষ ◆ ৭১ সংখ্যা ◆ দিনাজপুর-৫২০০ ◆ বৃহস্পতিবার ◆ ১৬ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ ◆ ০১ অক্টোবর ২০২০ ◆ ১৩ সফর ১৪৪২।

বাংলাদেশের খাদ্য-পুষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে গম ভুট্টার গুরুত্ব অপরিসীম

-অতিরিক্ত কৃষি সচিব

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥- গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রাণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষনা) মি, কমলারঞ্জন দাশ বলেছেন, বাংলাদেশ আর্থসামাজিক উন্নয়নে খাদ্য চাহিদা পূরনে পুষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে দানাদার অর্থকরী ফসল গম ও ভুট্টার গুরুত্ব অপরিসীম। যতই দিন যাচ্ছে ততই এ দুটি ফসলের খাদ্যের বহুমূখী ব্যবহার বাড়ছে। গম ও ভুট্টার তৈরি শিল্প কারখানা গড়ে উঠতেছে। এর ফলে বেকার সমস্যা সমাধানে অনন্য অবদান রাখছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন পতিত-আবাদযোগ্য এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা যাবে না। প্রধানন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের সার্বিক কল্যানের জন্যে কৃষি সেক্টরের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কৃষক ও কৃষির স্বার্থে প্রণোদনা, ভূর্তুকি, আর্থিক সহায়তা প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রশিক্ষন প্রদান করা হচ্ছে। গতকাল বাংলাদেশ গম ও ভুট্রা গবেষনা ইনষ্টিটিউট নশিপুর দিনাজপুরে (বিডাব্লিউএমআরআই) এর বার্ষিক গবেষনা ও পর্যালোচনা এবং কর্মসূচী প্রণয়ন কর্মশালায় আন্তজার্তিক খ্যাতি সম্পূন্ন কৃষি প্রকৌশলী প্রখ্যাত কৃষিবিদ ড. এম. এছরাইল হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত কৃষি সচিব মি. কমলারঞ্জন দাশ উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি ও কৃষক বান্ধব সরকার। কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে যুগান্তকারী বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। তিনি কৃষি বিজ্ঞানীদের উন্নত বীজ, উন্নত প্রশিক্ষন, উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর জোর গুরত্বারোপ করেন। তিনি বাংলাদেশ গম ও ভুট্রা গবেষনা ইনষ্টিটিউট নশিপুর দিনাজপুরের বিজ্ঞানীদের বলেন, আপনাদের দিকে চেয়ে আছে এ দেশের জনগন।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিমিট বাংলাদেশের প্রতিনিধি টিমোথি জে ক্রুপনিক, হাবিপ্রবির রেজিষ্টার আন্তজার্তিক খ্যাতি সম্পন্ন পশু সম্পদ বিজ্ঞানী কলামিষ্ট ডাক্তার প্রফেসর মোঃ ফজলুল হক, বারির সাবেক ডিজি আন্তজার্তিক খ্যাতি সম্পন্ন মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ড. এম শহিদুল ইসলাম, ডাব্লিউএমআরআই. মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিতত্ত্ববিদ ড. আবু জামান সরকার, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বিশিষ্ট মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ড. মোঃ বদরুজ্জামান, হাবিপ্রবির প্রফেসর প্রজননবিদ ড. ভবেন্দ্র কুমার বিশ্বাস, ডাব্লিউএমআরআই সাবেক ডিজি প্রজননবিদ ড. নরেশ চন্দ্র বর্ম্মন, প্রজনন বিদ আঃ সামাদ, বিএআরসির সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান ভাগ্য রানী বনিক, বার্কের মেম্বার ডিরেক্টর ড. আজিজ জিলানী চৌধুরী, ব্র্যাকের ম্যানেজার আজিজুল হক, বারির সাবেক পরিচালক মোহাম্মদ হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ময়মনসিংহের প্রফেসর ইসমাইল হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আলমগীর মিয়া, ড. আকবর হোসেন, ড. গোলাম ফারুক, মাহফুজ বাজ্জাজ, অনুষ্ঠানে কারিগরী সহায়তা করেন ড. মনোয়ার হোসেন, ড. আসগর আহম্মেদ, ড. জাহিদুল ইসলাম সরকার সহ প্রমূখ। অনুষ্ঠানে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা আরডিআরএস বাংলাদেশ, ব্র্যাক বাংলাদেশ, সিমিট বাংলাদেশ, মিডিয়া কর্মি, আদর্শ কৃষক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি চার দিন ব্যাপী বিডাব্লিউএমআরআই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের খাদ্য

ক্ষুধা-দারিদ্র বিমোচন ও পুষ্টি উন্নয়নে আপনারা অনন্য অবদান রাখুন। আপনাদের উদ্ভাবিত গম ও ভুট্রার বীজ দেশের কৃষকদের ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এর ফলে কৃষককূল বাম্পার ফসল ফলাতে সক্ষম হচ্ছে। জনগনের খাদ্য চাহিদা নিশ্চিত করনে লাভজনক টেকসই পরিবেশ বান্ধব একটি আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন, "প্রতি ইঞ্চি জমি যাতে পতিত না থাকে এই বলে, তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে কোভিড-১৯ সংকট কালে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আবারো ঘোষনা দিলেন যে, প্রতি ইঞ্চি জমি উৎপাদনের আওতায় আনতে হবে। এই জন্য প্রতিষ্ঠানটি নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে গম খাদ্যের চাহিদা ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন। তার বিপরিতে উৎপাদিত হচ্ছে সাড়ে বারো লক্ষ মেঃ টন। অপর দিকে ভুট্রার ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীন চাহিদা ৬৫ লক্ষ মেঃ টন। তার বিপরিতে উৎপাদিত হচ্ছে ৫৪ লক্ষ মেঃ টন। আমরা আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে আমরা স্বয়ংসম্পর্ন হতে সক্ষম হবো। অপর দিকে ভুট্রা-ফসলেও আমাদের ঘাটতি রয়েছে, তাই খাদ্যে ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে উন্নয়নের মাধ্যমে গম ও ভুট্রার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। জৈব ও অজৈব সার সুষম মাত্রায় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। এ জন্য গবেষনার কোন বিকল্প নেই। তিনি গম ও ভুট্রার তাপ, খরা, লবণাক্ততা সহনীয় এবং রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বআরোপ করেন। গম ও ভুট্রার নতুন জাত ও উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি গুলো কৃষকের দোড়গড়ায় পৌছাতে তিনি কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা গনকে সু-নিদিষ্ট নির্দেশনা দেন। তিনি আশাবাদ ব্যপ্ত করেন যে, সকলের প্রচেষ্ঠাই আমরা অচিরেই সোনার বাংলা গড়ে তুলবো।

সভাপতির বক্তব্যে (বিডাব্লিউএমআরআই) এর মহাপরিচালক ড. এম এছরাইল হোসেন তার উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধে বাংলাদেশে গম ভুট্রার উৎপাদন ও চাহিদার সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে গম ও ভুট্রার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লক্ষ্য ক্ষুধা দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আমাদের অবশ্যই গম ও ভুট্রার চাষ বৃদ্ধি করতে হবে। তবেই গড়তে পারব খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। তিনি বাংলাদেশ গম ভুট্রা ইনষ্টিটিউট এর সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত ৩৬টি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে গমের ব্লাষ্ট রোগ প্রতিরোধী ও জিংক সমৃদ্ধ জাত বারি গম-৩৩ বিশেষ ভাবে উলেখ্যযোগ্য। অত্র ইনষ্টিটিউট কর্তৃক ২০১৯ সালে বিডাব্লিউএমআরআই গম-১, অতি সম্প্রতি চলতি মাসের ৯ তারিখে বিডাব্লিউএমআরআই গম-২ (ব্লাষ্ট রোগ সহনশীল) ও বিডাব্লিউএমআরআই গম-৩ (ব্লাষ্ট প্রতিরোধী) নামে দুটি তাপসহনশীল জাত অবমুক্ত হয়েছে। এছাড়াও বিজ্ঞানী গনের প্রজ্ঞা, মেধ,া অক্লান্ত শ্রমে এ যাবৎ ভুট্রার ১৯ টি জাত ও ওপেনপলিনেট কম্পোজিট জাত উ ডাবিত হয়েছে। সম্প্রতি বিডাব্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভুট্রা-১ ও হাইব্রিড ভুট্রা বেবিকর্ণ-১ নামে দুটি উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ভুট্রার জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। মানুষের খাদ্য হিসেবে ভুট্রার ব্যবহার বৃদ্ধির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, কর্ণওয়েল ও কনফ্লেক্স অন্যান্য খাদ্য তৈরিতে কৃষি মন্ত্রি মহোদয়ের দিকনির্দেশায় আমরা ভুট্রা গবেষনা কার্যক্রম শুরু করেছি। ইতিমধ্যে কর্নওয়েল উৎপাদনের সফলতা অর্জন করতে পেরেছি। তিনি কৃষি যান্ত্রীকনের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, প্রাকৃতিক দুযোগ ও শ্রমিক সংকট মোকাবেলায় কৃষি যান্ত্রীকরনে বিকল্প নেই। তাই কৃষি যান্ত্রীকরনের উপর বর্তমান সরকার যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে নিবিড় কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। রবি মৌসুমে বিভিন্ন ছিটমহল চরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকার পতিত জমি সমূহে গম ও ভুটার আবাদ সম্প্রসারন করে এ ফসল দুটির উৎপাদন বাড়ানো জন্য কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।